বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা: পুরুষ অপরাধীর জীবন অভিজ্ঞতা

একটি সমীক্ষা

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের
পরিবীক্ষণ প্রকল্প-এর গবেষণা দল

অনুবাদ প্রকাশকাল ২০১১

নারীপক্ষ

আর্থিক সহযোগিতায়:
মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

ভূমিকা: নারীর প্রতি বৈষম্য, অবিচার ও সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সামজিক শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে নারীপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতি মঙ্গলবার সদস্যরা সাপ্তাহিক বৈঠকে বিভিন্ন নারী ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনা প্রক্রিয়াই নারীপক্ষ'র সকল কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দু। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীপক্ষ মূলতঃ তিনটি ক্ষেত্রে কাজ করে:

১. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও মানবাধিকার
২. নারীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার নিশ্চিতকরণ
৩. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

পটভূমি: নারীপক্ষ নব্বই দশক থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে নানা ধরণের গবেষণার কাজ শুরু করেছে। নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপকতা এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতিগত ও আচরণগত দিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে নারীপক্ষ ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক গবেষণা সম্পন্ন করে। গবেষণায় বেশীর ভাগ অংশগ্রহণকারী ছিলেন নারী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা।

নারীর প্রতি সহিংসতার ধরণ এবং অন্তর্নিহিত কারণ জানার লক্ষ্যে সহিংস আচরণকারী পুরুষের অভিজ্ঞতা, সহিংস আচরণের কারণ ও কিভাবে সহিংস আচরণের ইচ্ছা পুরুষ সহিংসতাকারীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা অনুসন্ধান করার জন্য বর্তমান গবেষণাটি করা হয়েছে।

গবেষণাটি করার মাধ্যমে সহিংস আচরণ করার মূলে পুরুষ সহিংসতাকারী কি ধরণের মানসিক তাগিদ অনুভব করে কিংবা তার মানসিকতা ও জীবনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে নারীর প্রতি সহিংসতার কারণগুলো জানা সম্ভব কিনা তা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা অনুসন্ধান করা হয়েছে। পুরুষ সহিংসতাকারীদের মনোজগত বিশ্লেষণমূলক এইরূপ গবেষণা বাংলাদেশে এটাই প্রথম।

এই গবেষণায় দুই ধরণের পুরুষ সহিংসতাকারীদের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে-

ক) পুরুষ সহিংসতাকারী বলতে "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩-সংশোধন)" এ যারা সহিংস আচরণের জন্য সাজাপ্রাপ্ত তাদের এবং
খ) স্বঘোষিত পারিবারিক পুরুষ সহিংসতাকারী, যারা সহিংস আচরণের জন্য স্থানীয় কোন সংগঠন থেকে সেবাগ্রহণ করেছে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

পুরুষ সহিংসতাকারীর আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল কারণগুলো জানা গেলে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে গোড়া থেকেই তা প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ কারণেই ২০০৯ সালে নারীপক্ষ গবেষণা কাজটি হাতে নেয়। এই গবেষণার যাবতীয় পদ্ধতি মানসম্মত করার জন্য একটি উপদেষ্টা দল ছিল যাদের নির্দেশনা ও পরামর্শে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা বিশ্লেষণের বিভিন্ন মতাদর্শ : নারীর প্রতি সহিংসতা বিশ্লেষণ করার জন্য কতকগুলো মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা-

স্বতন্ত্র মতবাদ : এই মতবাদে সহিংসতার শিকার নারী পুরুষ সহিংসতাকারীর সাথে থাকতে চায়। নারীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের সংশোধন করার জন্য পুরুষ সহিংসতাকারী সহিংস আচরণ করে। পুরুষ সহিংসতাকারীর সমস্যাপূর্ণ শৈশব ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা পুরুষকে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া নেশাগ্রস্থ হয়েও পুরুষ সহিংস আচরণ করে থাকে।

পরিবার বা রীতিগত মতবাদ : পরিবারে সদস্যদের পারস্পরিক সমস্যাপূর্ণ সম্পর্ক এবং যোগাযোগের ফলে সহিংসতা হয়ে থাকে।

নারীবাদী মতবাদ : পুরুষের অধিকার, সুবিধাভোগ, গতানুগতিক বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে।

গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

১) নারীর প্রতি সহিংস পুরুষ আচরণকারীর অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করা

২) নারীর উপর পুরুষ সহিংসতাকারীর পক্ষ থেকে তাদের নিজেদের এ ধরণের আচরণের কারণগুলো অনুসন্ধান করা

৩) সহিংস আচরণ কিভাবে পুরুষ সহিংসতাকারীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তার অন্তর্নিহিত কারণগুলো অনুসন্ধান করা

অংশগ্রহণকারী

ক) "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩-সংশোধন)" এর অধীনে রংপুর ও ফরিদপুর জেলখানার মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী ১৮ জন (ধর্ষণ- ৯ জন, অপহরণ- ৩ জন, এসিড নিক্ষেপ- ২ জন, যৌতুক- ৪ জন) গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

- শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে-১৭ জন, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন- ১ জন
- বয়স: ২০-৫০ বৎসরের মধ্যে
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা: ভাল- ৪ জন, দরিদ্র শ্রেণীর - ৯ জন, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে- ৫ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা কোন শ্রেণী বা পেশার লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

খ) ১৩ জন স্বঘোষিত পারিবারিক পুরুষ সহিংসতাকারী যারা স্থানীয় কোন সংগঠনের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেছে তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়।

- শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে-৭ জন, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন- ৬ জন
- বয়স: ২১-৮০ বৎসরের মধ্যে
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা: নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে- ১৩ জন

সীমাবদ্ধতা

- নির্বাচিত নমুনায়নের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়েছে
- দুইটি সেশন করার পর যে সকল ব্যক্তি আর তথ্য দিতে চাননি এমন ১৯ জনের তথ্য বাদ দিতে হয়েছে
- গবেষণাটি যেহেতু বাংলাদেশে নতুন এবং অন্য কোথাও পরিচালিত এ ধরণের গবেষণার অভিজ্ঞতা না থাকাতে এই গবেষণার নকশা এবং নির্দেশনা প্রণয়নে অন্যান্য দলীলপত্র থেকে খুব কম সাহায্য পাওয়া গেছে।

আধা বিন্যস্ত প্রশ্নপত্র

নারী প্রতি সহিংসতা রোধে বর্তমানে যারা কাজ করেছে তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে আধা বিন্যস্ত প্রশ্নপত্রটি তৈরী করা হয়েছে। আধাবিন্যস্ত প্রশ্নপত্রটির মধ্যে সহিংসতার ধরণ, ঘটনার বর্ণনা, অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় (শারীরিক চাহিদা, ব্যক্তিগত জ্ঞান, অনুভূতি, সামাজিক চাহিদা), বাহ্যিক অভিপ্রায়, উপলব্ধি এবং পরিপ্রেক্ষিত, নিজের ব্যক্তিত্ব সমন্ধীয় বৈশিষ্ট্য এই প্রশ্নপত্রে তুলে ধরা হয়েছে। নারীর প্রতি পূর্বে সহিংস আচরণ করেছে এমন দুইজন পুরুষ ব্যক্তির ওপর ২০০৮ সালে এই প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে এই প্রশ্নপত্র অভিজ্ঞ গবেষকদের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন ও চূড়ান্ত করা হয়।

নমুনায়ন ও নিবিড়ভাবে সাক্ষাতকার গ্রহণ

"নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩-সংশোধন)"- এর আওতায় সাজাপ্রাপ্ত, সংশ্লিষ্ট আদালত এবং জেলখানা থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামের একটি তালিকা তৈরী করা হয়। তারপর গবেষণার জন্য এই তালিকা জেলখানার কর্মকর্তাদের কাছে প্রেরণ করা হলে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা হয়।

সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের সাথে জেলখানার অভ্যন্তরে সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। সাক্ষাতকার গ্রহণের সময় কমপক্ষে এক ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা স্থায়ী ছিল। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সংগে তিন থেকে সাতটি সেশন করা হয়। সাজাপ্রাপ্তদের জেলখানায় একটি কক্ষে এবং পারিবারিক সহিংসতাকারীদের স্থানীয় সংগঠনের একটি কক্ষে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাতকার গ্রহণের সময় গোপনীয়তা রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। দুইজন সাক্ষাতকারগ্রহণকারীর মধ্যে একজন সরাসরি কথাবার্তা বলতে থাকে অন্যজন তা লিপিবদ্ধ করতে থাকে। সাক্ষাতকার গ্রহণকারীর তথ্যগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ করার জন্য উত্তরদাতাদের পরিবার এবং পাড়ার পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকেও সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে তথ্য নেওয়া হয়েছে যা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্যের যর্থাথতা নিরূপণে ব্যবহার করা হয়।

ফলাফল

এই গবেষণাটি নারীর প্রতি পুরুষ সহিংসতারকারীর ধারণা এবং মনোভাব অনুসন্ধান করার জন্য করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে তিনটি প্রধান প্রসঙ্গ বা বিষয় উঠে এসেছে। এই তিনটি প্রধান বিষয়কে আবার ছোট ছোট বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নের ছকে সেগুলো দেখানো হলো:

বিষয়	অনু বিষয়-১	অনু বিষয়-২
ক. দায়িত্বশীলতা	সহিংস আচরণের দায় অন্যের উপর দেয়া	অসহায়ত্ব
	অসহনীয় অনুভূতি থেকে নিজেকে বাঁচানো	অসহনীয় অনুভূতি থেকে পরিত্রাণ নেয়া
		প্রত্যাখ্যান, বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতিশোধ
	ক্ষমতা এবং ক্ষমতাহীনতা	সামাজিক অসমতা
		ক্রোধ এবং সহিংসতার মাধ্যমে চাহিদা মিটানো
খ. পৌরষ/শ্রেষ্ঠত্ব	পৌরষ/শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা	
	নারীরা যৌন আবেদনের উৎস-এই বোধ	
গ. পুরুষ অপরাধীর নিজস্ব উপলব্ধি	সমাজ, পরিবার এবং শিক্ষা	
	শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা	
	সমাজ ব্যবস্থা এবং ইস্যূ	আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অসমতা
		নেশাদ্রব্য এবং মাদক
		বিচার ব্যবস্থা

কাপড় চোপড় পরে তা যৌনভাবে পুরুষকে কাছে টানে। যৌন অপরাধ করার পিছনে মেয়েরাই দায়ী কেন না তারাই পুরুষকে এ কাজে প্রলুব্ধ করে। মেয়েরা নিজেদের উন্মুক্ত রাখে সেজন্য পুরুষরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়'- এ জন্যই পুরুষরা মেয়েদের যৌনবস্তু বলে ধারণা করে।

গ. পুরুষ অপরাধীর নিজস্ব উপলব্ধি

অনু বিষয়-১ সমাজ, পরিবার এবং শিক্ষা :

- পুরুষরা মনে করে যে, সমাজে পুরুষের সহিংস মনোভাব বদলানো উচিত
- নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য বেশি দায়ী সমাজে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ
- পরিবার এবং বিদ্যালয়ে নৈতিকতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষা দিলে সুস্থ এবং সম্মানজনক মেলামেশা ছেলে-মেয়ের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে
- পরিবারের লোকদের থেকে ছোটবেলায় স্নেহ ভালবাসা পাওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
- পারিবারিক সহিংসতা কমাবার জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায় জানা প্রয়োজন
- নারীর প্রতি পুরুষের সহিংস আচরণ বন্ধ করতে হলে নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ও সহজলভ্যতা কমানোর জন্য ব্যবস্থা নেয়া।

অনু বিষয়-২ বিচার ব্যবস্থা :

- নারীর প্রতি সহিংসতা নিবারণের জন্য কার্যকর ও যুগোপযোগী শক্তিশালী আইনী পদক্ষেপ নেয়া উচিত
- আইনী প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংস ঘটনাসমূহের যথাযথ তদন্তের অভাব

গবেষণা থেকে সুপারিশমালা

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের জন্য কিছু দিক নির্দেশনা:

স্কুলের শিক্ষা কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্তকরণ:

- জেন্ডার এবং সহিংসতার বিষয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান শুরু করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচিতে বর্তমান পিতৃতান্ত্রিকতার বিষয়গুলোকে চ্যালেঞ্জ করা। শিশু কিশোররা স্কুল থেকেই জীবনে চলতে গেলে কী কী প্রয়োজন, কিভাবে নিজের ওপর আস্থা বাড়ানো যায়, জীবনের কঠিন সময় এবং অনুভূতির প্রকাশ ও প্রত্যাখ্যানের বিষয়গুলো সুস্থভাবে মোকাবিলা করার কৌশল শিখবে

- ক্রোধ দমনে সমর্থ হওয়ার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা। রাগ নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে রাগান্বিত ব্যক্তির রাগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা তুলে ধরা
- সহিংসতাকারীদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিক স্বাস্থ্যসেবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই চিকিৎসার মাধ্যমে পুরুষকে তার আক্রমণাত্মক আচরণ স্বীকার করতে এবং দায়িত্ব নিতে শেখাবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সহিংস কাজের সংখ্যা কমানো শিখানো হবে। নারীর সম্বন্ধে মর্যাদাহানিকর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

গ্রামে দলভিত্তিক আলোচনা:

- ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। যে সব সহিংসতাকারী বিশ্বাস করে যে, 'শিক্ষা দেবার জন্য নারীকে পিটানো উচিত', তাদের সঙ্গে নিয়ে তাদের চিন্তাটিকে চ্যালেঞ্জ করেই যদি বোঝানো যায় যে, সহিংস করার দোষ তাদেরই তাহলে হয়ত সে সঠিক বিষয়টি বুঝতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে এবং এভাবেই তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনা সম্ভব
- যৌনতা এবং পুরুষালিভাব নিয়ে বহুল আলোচনা প্রয়োজন। যৌনতা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে, ভুল তথ্য আছে, যৌনতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। একটি স্বাচ্ছন্দ পরিবেশে যৌনতা ও আবেগীয় বিষয়গুলো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে খোলামেলা আলোচনা করা যেতে পারে
- প্রারম্ভিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যাদের দ্বারা সহিংসতা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে তাদেরকে একত্র করে জেন্ডার, অসমতা, দরিদ্র বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাথমিক কর্মসূচি গ্রহণ করে প্রতিরোধ করা।

কার্যকর সমাজকল্যাণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য পদ্ধতি:

- একটি সুস্থ পরিবার গঠনের জন্য সাহায্য প্রদান করা দরকার। সরকারের সমাজকল্যাণ সেবা খাতকে উন্নত করে এ কাজে লাগানো যায়
- সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবার সকল স্তরে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা একত্র করা।

সহিংসতা রোধে সমন্বিত উদ্যোগ:

- বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এদের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান সহিংসতার শিকার নারীদের নিয়ে কাজ করে। নারীর উপর যারা সহিংস আচরণ করে তাদের নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে সচেতনতামূলক কর্মসূচি শুরু হলেও তাদেরকে সাথে নিয়ে সমষ্টিবদ্ধ ও সমন্বিত নেটওয়ার্ক তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

- ক্রোধ দমনে সমর্থ হওয়ার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা। রাগ নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে রাগান্বিত ব্যক্তির রাগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা তুলে ধরা
- সহিংসতাকারীদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিক স্বাস্থ্যসেবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই চিকিৎসার মাধ্যমে পুরুষকে তার আক্রমণাত্মক আচরণ স্বীকার করতে এবং দায়িত্ব নিতে শেখাবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সহিংস কাজের সংখ্যা কমানো শিখানো হবে। নারীর সম্বন্ধে মর্যাদাহানিকর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

গ্রামে দলভিত্তিক আলোচনা:

- ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। যে সব সহিংসতাকারী বিশ্বাস করে যে, 'শিক্ষা দেবার জন্য নারীকে পিটানো উচিত', তাদের সঙ্গে নিয়ে তাদের চিন্তাটিকে চ্যালেঞ্জ করেই যদি বোঝানো যায় যে, সহিংস করার দোষ তাদেরই তাহলে হয়ত সে সঠিক বিষয়টি বুঝতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে এবং এভাবেই তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনা সম্ভব
- যৌনতা এবং পুরুষালিভাব নিয়ে বহুল আলোচনা প্রয়োজন। যৌনতা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে, ভুল তথ্য আছে, যৌনতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। একটি স্বাচ্ছন্দ পরিবেশে যৌনতা ও আবেগীয় বিষয়গুলো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে খোলামেলা আলোচনা করা যেতে পারে
- প্রারম্ভিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যাদের দ্বারা সহিংসতা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে তাদেরকে একত্র করে জেন্ডার, অসমতা, দরিদ্র বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাথমিক কর্মসূচি গ্রহণ করে প্রতিরোধ করা।

কার্যকর সমাজকল্যাণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য পদ্ধতি:

- একটি সুস্থ পরিবার গঠনের জন্য সাহায্য প্রদান করা দরকার। সরকারের সমাজকল্যাণ সেবা খাতকে উন্নত করে এ কাজে লাগানো যায়
- সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবার সকল স্তরে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা একত্র করা।

সহিংসতা রোধে সমন্বিত উদ্যোগ:

- বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এদের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান সহিংসতার শিকার নারীদের নিয়ে কাজ করে। নারীর উপর যারা সহিংস আচরণ করে তাদের নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে সচেতনতামূলক কর্মসূচি শুরু হলেও তাদেরকে সাথে নিয়ে সমষ্টিবদ্ধ ও সমন্বিত নেটওয়ার্ক তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।